বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

এপ্রিল-জুন ২০১৮ • সংখ্যা-১৩ • বর্ষ-৪

BURO
Bangladesh

BURO Bangladesh

প্রত্যয়

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

এপ্রিল-জুন ২০১৮ • সংখ্যা-১৩ • বর্ষ-৪

সম্পাদকীয়

'প্রত্যয়' এর ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এ সংখ্যায় তিনজন সংগ্রামী নারীর জীবনযুদ্ধের সফলতার কাহিনী দেয়া হলো যারা বুরো বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা নিয়ে নিজ নিজ পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের কোথাও কোথাও ডেংগু জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। আমাদের কর্মী ভাইবোন এবং সদস্যদের এ বিষয়ে সচেতন করা এবং তাদের স্বাস্থ্যনিরাপত্তার কথা ভেবে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি পুনঃমুদ্রিত করা হলো।

গত প্রান্তিকের মত এ প্রান্তিকেও কর্মসূচীর মান উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বুরোর ২২টি টীম দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে। প্রতিটি অঞ্চলে এলাকা ও শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা হিসাবরক্ষক এবং সিনিয়র কর্মীদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ডিজিটাল উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল তথ্য ও নির্দেশনা আশা করি ইতোমধ্যে আপনারা প্রত্যেকে অবগত হয়েছেন। সম্ভাব্য গ্রাহকগণের কাছে বুরোর কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরার জন্য ডিজিটাল উপস্থাপনা অব্যাহত থাকবে।

অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা অনগ্রসর জেলা হলেও গত অর্থবছরে বুরোর ২২টি অঞ্চলের মধ্যে টাংগাইল অঞ্চল কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রায় সকল ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে। টাংগাইল অঞ্চলের সকল কর্মীভাইবোনদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন রইল। আগামীতে অন্যান্য অঞ্চলও আরও ভালো ফল অর্জন করবে- সেই প্রত্যাশা করি।

নতুন অর্থবছর শুরু হতে যাচ্ছে, একইসাথে নতুন ব্যবসা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও শুরু হবে। প্রতিটি শাখায় আপনাদের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং কর্মসূচীর মান উন্নয়নে আমরা অবশ্যই সফল হব। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং অঙ্গীকারসমূহ বুরোর সকল কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

মো. আবুবক্কর ছিদ্দিক

একজন কৃতি উর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার মোঃ আবুবক্কর ছিদ্দিক, উর্দ্ধতন কর্মসূচি সংগঠক পদে বর্তমানে বুরো বাংলাদেশ মাষ্টারবাড়ী শাখায় কর্মরত আছেন। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে তিনি বুরোর নগদাশিমলা শাখায় যোগদান করেন, তার পর তিনি পর্যায়ক্রমে কুসুমহাটি শাখা, সরিষাবাড়ী শাখা ও শম্ভুগঞ্জ শাখায় কাজ করেছেন। এরপর তিনি ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভালুকা এলাকার মাষ্টারবাড়ী শাখায় যোগদান করেন। ইতোমধ্যে তার কাজের অগ্রগতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত তার মোট ঋণ পোর্টফলিও ৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা যার আসল ঋণ পোর্টফলিও ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। তার নিয়মিত সদস্য সংখ্যা ১৯৬ জন। ঋণী সদস্য সংখ্যা ১৭৯ জন। কোন খেলাপী নেই।

তার চমৎকার সাফল্যের পেছনের কারণ জানতে চাইলে আবুবক্কর ছিদ্দিক জানান "আমার কাজ হচ্ছে ভাল সদস্য জরিপ করার মাধ্যমে ভর্তি করে খোঁজখবর নিয়ে ঋণ বিতরণ করা। আমি একজন সদস্যের ঋণ চাহিদা ও কিস্তি পরিশোধের সামর্থ্য ভালভাবে যাচাই করে তাকে ঋণ দেয়ার প্রস্তাব করি। আমি নিশ্চিৎ হলে আমার উর্দ্ধতনরা যাচাই করেন। আমরা প্রত্যেক বাড়ীওয়ালা যারা বাসা-ভাড়া দেন এবং বাজারের ব্যবসায়ীদের বুরো বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও ঋণের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা বলি এবং ভিজিটিং কার্ড দিয়ে আসি যার মাধ্যমে আমাদের সাথে এলাকার লোকজন সহজে যোগাযোগ করতে পারে। এভাবেই বুরো বাংলাদেশের প্রচার বাড়িয়ে আমরা আমাদের পোর্টফলিও দ্রুত বৃদ্ধি করতে পেরেছি। আমার নিজের পোর্টফলিও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।"

আবুবক্কর আরও বলেন, "ঋণী নির্বাচন যেন ভুল না হয় সে ব্যাপারে আমি খুব সতর্ক থাকি। আমার ঋণী সদস্যদের একাধিক আয়ের উৎস আছে। যার জন্য আমার কোন ঋণ খেলাপী নেই। আমি এবং আমার অফিস তিনটি শর্তে এসএমই সদস্যকে মাসিক কিস্তিতে ঋণ বিতরণ করে থাকি এবং ঋণ দেবার আগমুহূর্ত পর্যন্ত সদস্যকে তিনটি শর্ত বারবার মনে করিয়ে দেই। শর্ত তিনটি হলোঃ-

১. মাসিক কিস্তি সিডিউল অনুযায়ী অবশ্যই জমা করতে হবে।
২. সাধারণ সঞ্চয় ও মেয়াদী সঞ্চয়সহ ঋণের টাকা বই সমেত অফিসে এসে জমা করতে হবে।
৩. বেলা ২টার আগে অবশ্যই কিস্তি জমা করতে হবে।

আমি সদস্যদের বুঝাতে পেরেছি যে এই শর্তগুলি মেনে চললে বুরো বাংলাদেশ তাদের সাথে সবসময়ই থাকবে। আমি আমার সদস্যদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখি, কোন সদস্য সমস্যায় পড়লে আমি তার বেশী বেশী খোঁজখবর নেই এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি। দ্রুত সময়ে সেবা দিয়ে থাকি। বলতে গেলে আমার তেমন কোন কিস্তি কালেকশন করতে হয় না। দুই চার জন ছাড়া সকল এসএমই সদস্য অফিসে এসে কিস্তি জমা করে। মনে হয় এসব কারণে আমার কোন সদস্য কিস্তি বা ঋণ খেলাপী করে না। আমি মনে করি এসবই আমার নিজের দায়িত্ব, নিজের কাজ। পাশাপাশি শাখার সকলের সহযোগিতা পাই বলে এতদূর আসতে পেরেছি।"

মো. আবুবক্কর ছিদ্দিক এর ২০১৮ সালের জুন মাসের তথ্য

সদস্য সংখ্যা	১৯৬
ঋণী সংখ্যা	১৭৯
সঞ্চয় ব্যালেন্স	৭৫,৮৩,৭৯৬ টাকা
ঋণ ব্যালেন্স (সার্ভিস চার্জ সহ)	৮,১০,৪৮,২১০ টাকা
ঋণ ব্যালেন্স (আসল)	৬,৩৭,৬৮,৪০০ টাকা
খেলাপী ঋণী	নেই
খেলাপী টাকা	নেই
ঝুঁকিপূর্ণ টাকা	নেই

অভিনন্দন মোঃ আবুবক্কর ছিদ্দিক!

(শাখা ব্যবস্থাপক প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে)

সাফল্যগাঁথা

অনলাইনে আঁখির মুরগী ব্যবসা

আঁখি বুরো বাংলাদেশের সাথে পথ চলা শুরু করেছেন ২০১৩ সাল থেকে । মুরগীর ঘর আর মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করার জন্য ২০,০০০/- ঋণ নিয়ে শুরু হয় এই পথ চলা। আঁখির স্বামী ফ্লেক্সিলোড ও ইলেকট্রনিক্স এর কাজ করার সুবাদে মোবাইলের ব্যবহার বেশ ভালই জানেন। মোবাইলে ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জারের ব্যবহারও করেন। আর এই যোগাযোগ মাধ্যমগুলো থেকেই বুদ্ধি আসে অনলাইনে মুরগী বিক্রি করার। তার মতে যদি অনলাইনে জামা কাপড় বিক্রি করা যায় তবে মুরগী কেন নয়। এই চিন্তাকে মাথায় নিয়েই তারা শুরু করেন অনলাইনে মুরগীর ব্যবসা। শুরুতেই দেশীমুরগী নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তারা ২ জোড়া দেশী মুরগী থেকে প্রায় ১৫০টি মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন করেন। প্রথমে আশে পাশের মানুষদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করেন, পরে তারা ৪টি টার্কি মুরগী কিনেন। এই মুরগীগুলোর কিভাবে যত্ন করতে হবে তা আঁখি শিখেছেন টেলিভিশন দেখে এবং তার স্বামীর সাহায্যে ইন্টারনেট থেকে। এখন তিনি নিজে নিজেই মুরগীর টিকা দেয়া, বাচ্চা ফোটানো এই সকল কাজ করতে পারেন। নিজের আগ্রহ ও ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন থেকেই সকল কিছু শিখেছেন আঁখি। পরবর্তীতে টার্কি মুরগীর ডিম থেকেও বাচ্চা ফোটানো এবং বাচ্চা বিক্রি শুরু করেন। আঁখির স্বামী ফেসবুকে কিছু মুরগী বিক্রেতাদের নিয়ে গ্রুপ তৈরী করেন। আর এই গ্রুপের মাধ্যমেই শুরু করেন অনলাইনে মুরগী বিক্রয়। প্রথম অবস্থায় তারা চান্দিনা, রাজবাড়ী থেকে মুরগী ক্রয় করে বিক্রয় করতেন, পরে তাদের ফোটানো মুরগী থেকেই বিক্রয় করা শুরু করেন । এই গ্রুপে তারা নিজেদের মধ্যে ম্যাসেজ লেনদেন করেন এবং মুরগীর অর্ডার নেন সাথে ঠিকানা নিয়ে নেন। আর ঠিকানা অনুযায়ী তারা মুরগী পাঠিয়ে দেন এবং ক্রেতারা বিকাশ বা রকেটের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে দেন। এই ভাবেই বাড়তে থাকে তাদের স্বপ্নের সীমানা। এই সীমানা আরো বৃদ্ধির জন্য আঁখি পরবর্তীতে ৮০,০০০/– টাকা ঋণ নেয় মুরগীর নতুন ঘর তৈরী করার জন্য। ৮০,০০০/-টাকার ঋণ সফল ভাবে পরিশোধ করে আঁখি আবার ৭০,০০০/-টাকার ঋণ নিয়ে তার স্বামীর জন্য একটি অটোরিকসা ক্রয় করে দেন । আঁখির স্বামী এখন অটো চালান এবং আঁখি মুরগী পালন করেন ।

বর্তমানে আঁখি কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফেনী এই সকল জায়গায় অন লাইনের মাধ্যমে মুরগীর বাচ্চা বিক্রয় করেন। তারা এখন দেশীমুরগী, টার্কি মুরগী, তিতির মুরগী, রাজহাঁস, চীনাহাঁস পালন করেন এবং অফলাইন ও অনলাইনে মুরগী বিক্রয় করেন। ছোট বাচ্চা টার্কি মুরগীর দাম প্রায় ৮০০-৯০০/-টাকা এবং ৭-৮ মাসের টার্কি মুরগীর দাম ২,৫০০-৩,০০০/- টাকা। বর্তমানে আঁখি ও তার স্বামীর মাসিক আয় প্রায় ৪৫,০০০/-টাকা। ভাল আছেন দুজনেই।

- কাজল সরকার
  প্রশিক্ষক

জয়ীতা রোকিলা খাতুন

রোকিলা খাতুন একটি নাম, একটি উদাহরণ। দামুরহুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের একজন অতি সাধারণ ঘরের গৃহবধূ। দুই ছেলে ও তিন কন্যা সন্তানের মা। বিয়ের পর থেকে অভাব অভিযোগের মধ্যেই দিনাতিপাত করছিলেন। স্বামী মো. সোহরাব আলী দিনমজুরী করতেন। এতে সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। উপায় না দেখে রোকিলা খাতুন বুরো বাংলাদেশের দামুরহুদা শাখা থেকে কয়েক দফা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বাড়ীতে ছাগল, গরু, হাঁস-মুরগী পালন করা শুরু করলেন। সংসারে আয় বাড়তে থাকলো। এত কষ্টের সংসারে ছেলে মেয়েদের বেশী লেখাপড়া করাতে পারেন নাই। না পারলেও কাজ করে খাওয়ার মতো উপযুক্ত করে তাদের গড়ে তুলেছেন। সর্বশেষ রোকিলা খাতুন বুরো বাংলাদেশ দামুরহুদা শাখা থেকে ৬০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয়মূলক কাজে লাগিয়েছেন। নানা খাত থেকে এখন তার আয় বেড়েছে অনেক। বড় দুই ছেলে অটোরিক্স চালান। তিন মেয়ের মধ্যে এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, অন্য মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়েছেন আর ছোট মেয়ে লেখাপড়া করছে। দুই ছেলের আয়, মেয়ের বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা আর স্বামী-স্ত্রীর পরিশ্রমে তাদের পরিবার এখন বেশ স্বচ্ছল।

বড় ছেলে ও মেয়ের বিয়ের আগ পর্যন্ত তাদের বাড়ীতে টিউবওয়েল থাকলেও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ছিলনা। অন্যের বাড়ীতে কাজ সারতে হতো। পরে একটি পায়খানা স্থাপন করলেও তা ছিল অস্বাস্থ্যকর। ফলে নানাবিধ রোগবালাই লেগেই থাকতো। এমনকি মেয়ের বিয়ের সম্পর্কও বিয়ে পর্যন্ত এগোচ্ছিল না একমাত্র ভাল পায়খানা না থাকার কারণে। বুরো বাংলাদেশ এইখাতে ঋণ দেয় শুনে রোকিলা খাতুন ঐ শাখা থেকে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তার সাথে মেয়ের পাঠানো টাকা যোগ করে বাড়ীতে একটি সেফটিট্যাঙ্কসহ ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন।

এরপর নিজের জমানো টাকা খরচ করে বাড়ীতে নিরাপদ পানির জন্য মোটর পাম্পও বসিয়েছেন। সবমিলিয়ে তার একলাখ টাকার বেশী খরচ হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর এক মেয়ে ও বড় ছেলেকে বিয়েও করিয়েছেন। এখন তাঁর পরিবারে বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানা সংক্রান্ত কোন সমস্যা নাই। এখন রোকিলার স্বামী সোহরাব আলী তাঁর স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

এখন তাঁদের পরিবারে আগের তুলনায় অসুখ বিসুখ কম। ডাক্তারের খরচও অনেকাংশে কমে গেছে। সে টাকা সংসারের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে সাংসারিক উন্নতি করার সুযোগ তৈরী হয়েছে। পারিবারিকভাবে এখন তাঁরা অনেক সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অতিবাহিত করছেন।

তাঁর বাড়ীর আশেপাশের কয়েকজনের সাথে কথা বলেও এমন তথ্য পাওয়া গেল। এলাকায় এখন রোকিলা খাতুনের আগের চেয়ে সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকায় এখন কোন সভা বা গ্রাম্য কোন সালিশি বা এধরণের কোন অনুষ্ঠানে এখন রোকিলা খাতুনের স্বামীকে ডাকা হয়। এলাকায় যদি কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির আগমন হয় বা কারও বাড়ীতে বড় আত্মীয় আসে তাদেরকে এলাকার লোকজন রোকিলা খাতুনের বাড়ীতে নিয়ে আসে গোসলসহ টয়লেট ব্যবহারের জন্য। কারণ অত্র এলাকায় তার বাড়ীর মতো এতো সুন্দর ব্যবস্থা অন্য কোন বাড়ীতে নেই বললেই চলে।

সবকিছু মিলিয়ে রোকিলা খাতুনের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এখন অনেক সুন্দর। একজন সফল নারী হিসেবে এলাকায় সে নিজের নাম লিখিয়েছে। এখন এলাকায় অন্যান্য নারীদের মধ্যে রোকিলা খাতুনকে সবাই এক নামে চিনে। কেন্দ্রভুক্ত অন্যান্য সদস্যরাও তাঁকে সম্মান করে। কোন বিষয়ে ভালমন্দ জানার জন্য তাঁর সাথে আলোচনা করে। এসবকিছু রোকিলা খাতুনকে দারুণভাবে আপ্লুত করে।

• শতদল সান্যাল
উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, খুলনা অঞ্চল

নিগার সুলতানার নিরাপদ জীবন

"বিয়া হয়ি আসার পর থাকিই পানির জ্বালাতি খুবই কষ্ট করে আসতিছিলাম, এলাকায় টিউবল ছিল দুটো, তাও আবার বাড়ী থেকে একমাইলের মতো দূরে, সেখান থাকি পানি আনা লাগতো। ছেলের বাবাও তখন প্রায় বাড়ীতে থাকতো না, কি যে কষ্ট করিছি তা এক আমি জানি আর আমার আল্লাহ্ জানে।" কথাগুলো বলছিলেন নিগার সুলতানা। খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর গ্রামের বাসিন্দা তিনি।

স্বামী মো. সিরাজুল ইসলাম তখন একটা ছোট ব্যবসা করতেন। তাঁদের ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। ভালোভাবেই চলছিল তাঁদের সংসার। হঠাৎ করে স্বামীর মৃত্যু তাঁদের জীবনে সবকিছু তছনছ করে দেয়। একজন মানুষের অভাব যে কী জিনিস নিগার সুলতানা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছেন স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে। নতুন করে জীবন সাজানো তাঁর জীবনে এক অন্যরকম চ্যালেঞ্জ। আই.এ পাশ করার পর অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ছেলেটার চাকুরী হলো ঢাকার এক গার্মেন্টেসে। ছেলের চাকুরী নিগার সুলতানার ভঙ্গুর জীবনে যেন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন হয়ে দেখা দিল। একদিন তাঁর এক প্রতিবেশী মহিলার সাথে আলাপ করে তিনি জানতে পারলেন বুরো বাংলাদেশের সমিতি থেকে তাঁরা ঋণ নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু করেছে। তিনিও ইচ্ছে প্রকাশ করলেন বুরোর সমিতিতে ভর্তি হবেন। সেইটা ভেবে তাঁর ছেলের সাথে কথা বলে ভর্তি হলেন বুরোর ৭২ নং কেন্দ্রে। প্রথম ঋণ নিলেন ১০,০০০/= (দশহাজার) টাকা। তা দিয়ে তিনি পুরাতন ঘর মেরামত করলেন। পরবর্তীতে ২০,০০০/= (কুড়িহাজার) টাকা ঋণ নিয়ে নতুন একটি ঘর তৈরী করলেন। এই ঋণ শোধ হওয়ার পর আবারও ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কাজে লাগালেন। এই ঋণ শোধ না হতেই কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, বুরো বাংলাদেশ তার সদস্যদের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন তৈরীর জন্য ঋণ দেবে এবং সেজন্য একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাঁর বহুদিনের পানির কষ্ট নিরসনের একটা আশার আলো যেন তিনি দেখতে পেলেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বুরো অফিস থেকে ঋণ নিয়ে পরদিনই তিনি মিস্ত্রির সাথে কথা বলে তাকে সাথে নিয়ে টিউবওয়েল তৈরীর মালামাল কিনে টিউবওয়েল তৈরীর কাজ শুরু করলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই টিউবওয়েল বসানোর কাজ শেষ হয়ে গেল। শাখা ব্যবস্থাপকও নিজে গিয়ে দেখে আসলেন তাঁর টিউবওয়েল এবং খুশি হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালেন। পরবর্তীতে তাঁর দেখাদেখি অনেকেই এই ঋণ গ্রহণ করে কেউ টিউবওয়েল আবার কেউ ল্যাট্রিন তৈরী করেছেন।

এখন নিগার সুলতানার বাড়িতে খাওয়ার পানির কষ্ট নেই সেই সাথে যাবতীয় পানি সংক্রান্ত কাজের জন্য পানির আর কোন সমস্যা নেই। তাঁর বহুদিনের কষ্টের অবসান হয়েছে। এখন তিনি শারিরীক ও মানসিকভাবে অনেক সুস্থ্য এবং শান্তিতে আছেন। তাঁর সাথে কথা বলেও জানা গেল সেরকমই অনুভূতির কথা। তিনি প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বললেন- সেখান থেকে যা শিখেছেন সেগুলো তিনি আগেও জানতেন কিন্তু এতো ভিতরের কথা জানতেন না। সাথে যোগ করে বললেন,"আমার বাড়ির টিউবল থাকি পাড়ার অনেকেই পানি নিতি আসে আমি কাউকে মানা করিনে, যখন তখন রাতি দিনে পানি তারা নেয়, আমি ওগের কইছি তোমরা আমার টিউবলের পানি যখন খুশি লাগে নিবা কোন মানা নেই। কারণ পানির যে কি কষ্ট তা আমি জানি।" প্রশিক্ষণে যা শিখেছেন সেগুলো যতটুকু সম্ভব পালন করার চেষ্টা করছেন।

তিনি এখন স্বপ্ন দেখেন টিউবওয়েলের চতুর্পাশ দেয়াল দিয়ে ঘিরে সাথে একটা গোসলখানা বানানোর।

• শতদল সান্যাল
উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, খুলনা অঞ্চল

ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে ভাবনা

ডেঙ্গু জ্বর কী ?

এটা ভাইরাস জনিত একটা রোগ। আমাদের দেশে বর্ষা ঋতুর পরপর এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এডিস ইজিস্টি নামক এক প্রজাতির স্ত্রী মশা এর বাহক এবং তার কামড়ে এ রোগ শরীরে হয়। দায়ী ভাইরাসের নাম হচ্ছে ফ্ল্যাভি ভাইরাস। এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলায়, ভোরের বা বিকেলের দিকে কামড়ায়। ফ্ল্যাভি ভাইরাসের ৪ টি ধরণ রয়েছে এবং এর মধ্যে মাত্র ১টি ডেঙ্গু ভাইরাস । ডেঙ্গু ভাইরাস এ জ্বর ঘটিয়ে থাকে।

কত ধরনের ডেঙ্গু হতে পারে ?

ডেঙ্গু জ্বর দু'ধরনের। একটি হলো সাধারণ বা ক্ল্যাসিক্যাল ডেঙ্গু যেটাতে রক্তক্ষরণ হয় না। আর একটা হেমোরেজিক বা রক্তক্ষরণজনিত। প্রথমতঃ ননহেমোরেজিক বা রক্ত ক্ষরণজনিত নয় এমন ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত ঘটে যদি কোন ব্যক্তি ভাইরাস দ্বারা প্রথমবার আক্রান্ত হয় তার ক্ষেত্রে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি সেই ব্যক্তি ফ্লাভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তার হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর হতে পারে। হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর প্রাণঘাতী হতে পারে, তাই এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ

সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ হলো গা ম্যাজ ম্যাজ করে, প্রচন্ড মাথা ব্যাথা হয়, শরীরে ও ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যাথা হয় এবং চোখ লাল হয়ে যায়,চোখ দিয়ে পানি পড়ে, গায়ে ১০৪ ডিগ্রী-১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর থাকে, বমি বমি ভাব হয় ও ক্ষুধা কমে যায়। এই জ্বর একটানা ৭ - ৮ দিন নাগাদ থাকে। শরীরে হামের মত লালচে দাগও দেখা যায়। প্রায় ৩ দিন জ্বর থাকে, পরে ৪র্থ ও ৫ম দিনে জ্বর কমে যায়। আবার ৬ষ্ঠ দিনে জ্বর আসে।

দ্বিতীয় ধরণের অর্থাৎ হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর বেশ মারাত্মক। এই জ্বরের ফলে চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ কম বেশি হতে পারে। নাক দিয়েও রক্ত পড়তে পারে। কালো পায়খানা, রক্তবমিও হতে পারে। চোখের ভেতর রক্ত জমে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরে শক সিনড্রোম হতে পারে। হঠাৎ করে রোগীর রক্তচাপ কমে গিয়ে দুর্বল নাড়ি ও দ্রুত হার্ট স্পন্দন দেখা দিতে পারে। পেটে ও ফুসফুসে পানি জমতে পারে। এ রোগের উল্লেখযোগ্য দিক হলো রক্তের অনুচক্রিকা বা প্লাটিলেটস এর পরিমাণ হঠাৎ কমে যায়। রক্তের শ্বেত কণিকাও কমে যায়। আবার রক্তের হেমাটোক্রিট বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু জ্বরের সাধারণ লক্ষণ

- শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে ১০৪ ডিগ্রী-১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- মাথা ব্যাথা, মাংশপেশী, চোখের পিছনে এবং হাড়ে বিশেষ করে মেরুদন্ডে ব্যাথা।
- বমি বমি ভাব।
- চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ।
- দাঁতের মাড়ি, নাক, মুখ ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়া।

ডেঙ্গু জ্বর হলে কি করবেন?

ভাইরাসজনিত এ রোগে আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হয়। জ্বরের জন্য সাধারণতঃ প্যারাসিটামল জাতীয় বড়ি দেয়া হয়। রক্তক্ষরণ হলে রক্ত ট্রান্সফিউশন এবং প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশন দিতে হয়। রক্ত দিতে হলে সম্পূর্ণ ফ্রেশ এবং জীবাণুমুক্ত রক্ত হতে হবে। রক্তক্ষরণ বাড়িয়ে দিতে পারে এমন কোন ঔষধ দেয়া যাবে না। চিকিৎসকগণ অনেক সময় এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিয়ে থাকেন। রোগীর রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা শুরু করলে বড় ক্ষতির আশংকা থাকে না, তবে গুরুত্ব না দিলে বা বেশী দেরী হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। যে সব রোগী ইতোমধ্যে মারা গেছে তাদের রোগ নির্ণয় হয়েছে দেরীতে এবং হাসপাতালেও দেরী করে এসেছে। ডেঙ্গু জ্বরের রোগীকে কোন অবস্থাতেই হাতুড়ে ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে নেয়া যাবে না। বর্তমানে এই রোগের কোন ভ্যাকসিন নাই।

সরকার কর্তৃক প্রচারিত সতর্কবার্তা

চিকিৎসা-

- ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ দেখা দিলে রক্ত পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।
- জ্বর বেশি হলে ভেজা কাপড় দিয়ে গা মুছে দিন।
- রোগীকে বেশী করে তরল খাবার খাওয়ান।
- অধিকাংশ ডেঙ্গু জ্বর ৭ দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।

প্রতিরোধ-

- এডিস মশা ডেঙ্গু ছড়ায় এ থেকে দূরে থাকুন।
- ফুলের টব, ভাঙ্গা হাড়ি-পাতিল, গাড়ির টায়ার ইত্যাদির মধ্যে বা অন্য কোথাও জমে থাকা পানিতে এডিস মশা জন্মায়- এসব স্থানে পানি জমতে দিবেন না।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার উৎস ধ্বংস করুন।
- বাড়ির আশপাশ ও আঙ্গিনা পরিস্কার রাখুন।
- শিশুসহ পরিবারের সদস্যদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলুন।
- রাতে এমনকি দিনের বেলায় ঘুমানোর সময়ও মশারি ব্যবহার করুন।

• নজরুল ইসলাম
সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ

তোদের মনে পড়ে

জীবনের উষা থেকে গোধূলি লগন,
কত স্মৃতি জমা হয়ে ছুঁয়েছে গগন!
কত রাগে-অনুরাগে কেটেছে সময়!
কত সুখ! কত দুখ! বিরহ প্রণয়।
কত শোক অপলক! কত বন্ধুরা!
কাঁটাতারে দূরে তবু কত কাছে তোরা!

সৌদামিনি, প্রিয় খুকু মনে আছে তোর;
কুমুদিনি কলেজ শেষে বৃষ্টি বিভোর।
বিজলি চমকে যদি ক্ষতি কিছু হয়!
বাড়িতে যাস্ নি তুই মনে ছিল ভয়।
তাইতো বাদলবেলা আমি ছাতা হতাম,
যত্নে আগলে তোকে বাড়ি নিয়ে যেতাম।

মনে পড়ে অরুনা, পাগলি আমার;
কত শখ ছিলো তোর পুজোর জামার!
সকালে পড়া তোর কাকার বাসায়,
কত স্মৃতি জমা আছে চোখ যে ভাষায়।

তোদের পুজোতে ছিল আমাদের সাধ,
মনে পড়ে তোর দেওয়া পুজোর প্রসাদ।

মনে পড়ে বন্ধুরে কাকন বালা,
কারা যেন দিল তোর বাসায় তালা।
পাহারা দিতাম তোকে বন্ধুরা মিলে,
যদি ক্ষতি হয়ে যায় বিধর্মী বলে।
কত মজা করেছি আমরা সবাই!
আজও কানে ভাসে ওই ডাক 'দুলাভাই'।

মনে পড়ে সরস্বতী রসে ভরা বোল,
মিষ্টি মেয়ের ছিল মিষ্টি আঁচল।
সাজুগুজু কল্পনা'র সাজের বাহার,
'সাজুনি' ডাকটি আমার খুশির আহার।
গোল্লাছুট, চি-বুড়ি, সাতবেড়া খেলা,
টুটুনের সাথে মিশে আছে ছেলেবেলা।

অঞ্জলী, নীলামনি, পরেশ, ধীমান
থেকে থেকে মনে ভাসে আরো কত নাম!
নিত্য'র হাতের লেখা চোখে শুধু ভাসে,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে।
আজ তোরা ভিনদেশে দূর সীমানায়,
তবুও আছিস তোরা মন মোহনায়।

• মো ঃ সোলেমান মনসুর
সহকারী কর্মকর্তা-কর্মসূচী

যেভাবে সময় নিয়ন্ত্রণ করবেন

সময়কে নিয়ন্ত্রণ করবেন, নাকি সময়ই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন জটিল সমীকরণে দ্বিধান্বিত থাকেন নবীন পেশাজীবীরা। তরুণ কর্মীদের পেশাজীবনের শুরুতে এমন চাপের মধ্য দিয়ে প্রায়শই যেতে হয়। একজন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মক্ষেত্রে সময় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন:

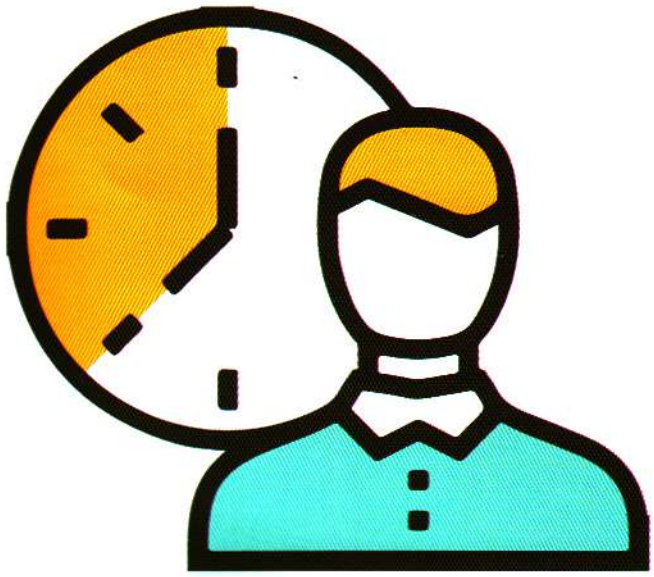

- **দিনের শুরু করুন বেশ সকালে**
  চেষ্টা করুন প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠতে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দিনের শুরুতে নিজের জন্য ২ থেকে ৩ ঘণ্টা বাড়তি সময় পাবেন আপনি। এ সময়ে নিজের কাজ যেমন বই পড়া, ব্যায়ামসহ ঘরের কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়ার অভ্যাস করুন।

- **দিনের শুরুতেই কোন কাজ করবেন তা ঠিক করে নিন**
  অফিসে যাওয়ার আগেই ঠান্ডা মাথায় নিজের কোন কাজ করবেন, তা লিখে রাখার অভ্যাস করুন। ঠিক করে নিন কোন কাজে কত সময় দেবেন। কোন কাজের কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে, তা জেনে দিনের পরিকল্পনা ঠিক করুন।

- **অফিসে একটু আগেই আসুন**
  চেষ্টা করুন একটু আগে অফিসে আসতে। অতিরিক্ত সময়টি পত্রিকা পড়ে কিংবা এক কাপ কফি খেয়ে নিজেকে উজ্জীবিত রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

- **ডায়েরি লেখার অভ্যাস করুন**
  আমাদের কি সব সময় সবকিছু মনে থাকে? চেষ্টা করুন নিয়মিত ডায়েরিতে নোট নিতে। এতে গুছিয়ে কাজ করার অভ্যাস তৈরি হয়।

- **গুগল ক্যালেন্ডারের সহায়তা নিন**
  গুগল ক্যালেন্ডার কিংবা অন্য যেকোনো অনলাইন ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে মিটিং কিংবা কোনো কাজের জন্য নোটিফিকেশন আগে থেকেই ঠিক করে রাখার চর্চা করতে পারেন। এতে আপনার পেশাদারি মনোভাব প্রকাশ পাবে।

- **মিটিং আর মিটিং নয়**
  অনেকেই শুধু অফিসে মিটিং আর মিটিং করে সময় পার করেন। মিটিং মিটিং করে নিজের সৃজনশীলতার ওপর চাপ তৈরি করবেন না। দিনে বেশ কিছু সময় নিজের কাজের জন্য সময় রাখুন।

- **মিটিং পরিকল্পনা করুন**
  ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিটিং পরিহার করার চেষ্টা করুন। মিটিং যেন সংক্ষিপ্ত ও কাজের হয়, তার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করুন। চেষ্টা করুন মিটিংয়ের মিনিট দশেক আগেই মিটিং রুমে হাজির হতে।

- **সময়কে উপভোগ করা শিখুন**
  শুধু কাজ কাজ করে মনের ওপর চাপ তৈরি করবেন না। লাঞ্চে সহকর্মীদের সময় দিন, কিংবা একসঙ্গে কফি-চা খাওয়ার চেষ্টা করুন।

- **ই-মেইলের জবাব দিন**
  একসঙ্গে অনেক ই-মেইলের উত্তর না দিয়ে গুরুত্ব বুঝে ই-মেইলের জবাব দিন।

- **সবকিছু করা সম্ভব নয়**
  মনে রাখুন, আপনি এক দিনে সবকিছু শেষ করতে পারবেন না। আগামীকালের জন্য কাজ গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করুন।

- **সহকর্মীদের সহায়তা নিন**
  সব কাজ একাই শেষ করা যায় না। চেষ্টা করুন সহকর্মীদের যুক্ত করে যতটা নির্ঝঞ্ঝাট কাজ শেষ করা যায়।

- **একটানা কাজ করবেন না**
  অনেকেই আমরা ভাবি, একটানা কাজ করলে কাজ ভালো হয়। ব্যাপারটি আসলে ঠিক নয়। চেষ্টা করুন কাজের মধ্যে বিরতি দিয়ে কিংবা একটু হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে অবসাদ কাটানোর।

- **একসঙ্গে অনেক কাজ নয়**
  অনেকেই আমরা মাল্টিটাস্কিং কিংবা একসঙ্গে অনেক কাজ করতে ওস্তাদ। একসঙ্গে অনেক কাজ করা আসলে অনুচিত, এতে কাজের মান কমে যায়। চেষ্টা করুন একবারে একটি কাজ করতে।

- **ঘড়ি ধরে কাজ করুন**
  কাজ করেই যাচ্ছেন এমনটা করবেন না। চেষ্টা করুন ঘড়ি ধরে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে।

• সৌজন্যে: দৈনিক প্রথম আলো

ঢাকা বিভাগীয় সমন্বয় সভা-২০১৮

গত এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সংস্থার ঢাকা বিভাগীয় সমন্বয় সভা-২০১৮ প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বুরোর ঢাকা বিভাগের সকল আঞ্চলিক ও এলাকা ব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, সমন্বয়কারী কর্মসূচী, উপ-পরিচালক কর্মসূচী এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় সভা

গত ১৩ মে প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে টাংগাইল, গাজীপুর, সাভার, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা ও ঢাকা অঞ্চলের সকল আঞ্চলিক ও এলাকা ব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় প্রধান এবং পরিচালকমন্ডলীর উপস্থিতিতে একটি অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে ৬টি অঞ্চলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা যায় অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা অনগ্রসর জেলা হলেও গত অর্থবছরে বুরোর ২২টি অঞ্চলের মধ্যে টাংগাইল অঞ্চল কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রায় সকল ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে।

গভর্ণিং বডির ১২৩ তম সভা

গত ৭ জুন বুরো বাংলাদেশের গভর্ণিং বডির ১২৩ তম সভা প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভর্ণিং বডির সম্মানিত সদস্যগণ, নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক এবং প্রধান সমন্বয়কারী-নির্মাণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার।

দেশব্যাপী ২২ টীমের কার্যক্রম এবং ডিজিটাল উপস্থাপনা

গত মে মাস জুড়ে কর্মসূচীর মান উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বুরোর ২২টি টীম দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে। প্রতিটি অঞ্চলে এলাকা ও শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা হিসাবরক্ষক এবং সিনিয়র কর্মীদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ডিজিটাল উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে বুরোর কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরার জন্য ডিজিটাল উপস্থাপনা অব্যাহত থাকবে।

২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

১. টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার আদিবাসী সম্প্রদায়সহ স্থানীয় জনগনের জন্য স্থাপিত 'বেথেনী আশ্রম' নামক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা সেবা চালু রাখার লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ নীতিগতভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে সহযোগীতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রথমত: এক বৎসরের জন্য (২০১৮-১৯ অর্থবছর) সহায়তা দেয়া হবে। পরবর্তীতে 'বেথেনী আশ্রম' এর সার্বিক ফলাফল মূল্যায়ন এবং বুরোর বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী বছরের অর্থ সহায়তা প্রদান নির্ভর করবে। বুরো বাংলাদেশ মূলতঃ আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত এবং প্রয়োজনে কর্মী উন্নয়ন সহযোগীতা প্রদান করবে। সম্প্রতি বেথেনী আশ্রম এবং বুরো বাংলাদেশের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

২. বুরো বাংলাদেশ সম্প্রতি Advanced Inclusive Technology Inc., ADVIN, ONTARIO, Canada এর সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে Digital Health Service প্রদানের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থার ৩টি শাখা যথা: মগড়া, পাইকড়া এবং ছিলিমপুরে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

এপ্রিল-জুন ২০১৮ • সংখ্যা-১৩ • বর্ষ-৪

অডিট কমিটির সভা

বিগত ১৩ মে ২০১৮ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে অডিট কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অডিট কমিটির চেয়ারপার্সন জনাব ড. নুরুল আমিন খান, সদস্য জনাব ড. এম এ ইউসুফ খান ও সদস্য জনাব সৈয়দ সাহাদত হোসেন (পিটু)। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাণেশ বণিক (পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা), ফারমিনা হোসেন (সহকারী পরিচালক-কর্মসূচী) ও বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অবদান শীর্ষক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিষয়ক সভা

'বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাসকরণে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অবদান' শীর্ষক একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের একটি বিশেষ সভা সম্প্রতি বুরোর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় CDF এবং INAFI-র নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ, MFI এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বুরোর পক্ষে পরিচালক-অর্থ ও পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স

বুরো বাংলাদেশ এবং ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড যৌথভাবে সিলেট অঞ্চলের ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপক এবং রেমিটেন্স কর্মসুচী সংশ্লিষ্টদের জন্য ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সিলেট মানবসম্পদ উন্নয়নকেন্দ্রে দিনব্যাপী Western Union Operation, Compliance & Fraud Management বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে। পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী মো. সিরাজুল ইসলাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। বুরো বাংলাদেশ এবং ব্যাংক এশিয়ার কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খবরাখবর সংগ্রহ ও সংকলনে: প্রাণেশ বণিক

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, সম্পাদকমণ্ডলী: প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৫৫০৫৯৮৫৯, ৫৫০৫৯৮৬০, ৫৫০৫৯৮৬১, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org